পাক্ষিক

আহমদী

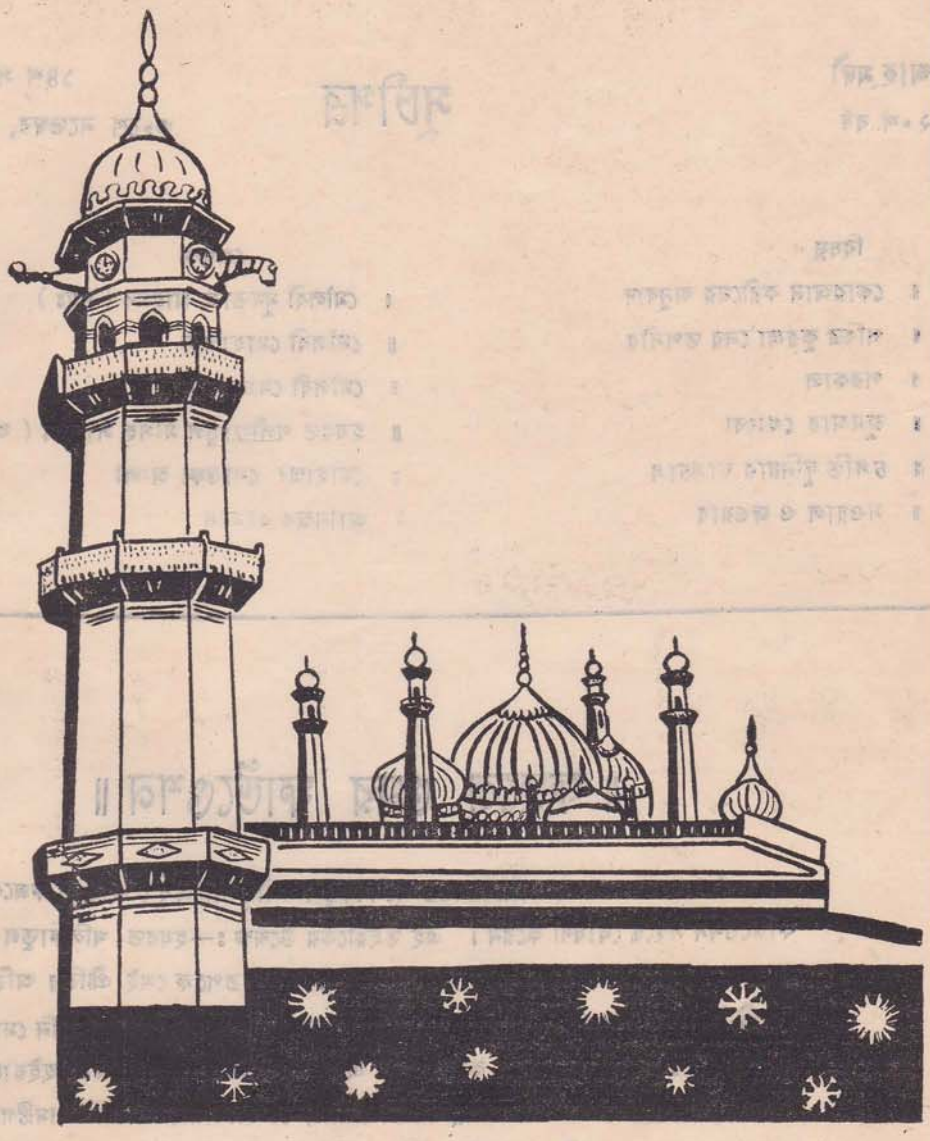

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১৪শ সংখ্যা
৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৬

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২০শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৪শ সংখ্যা
৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৬ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	২৩৩
পবিত্র কুরআ'নের তপসীর	মৌলবী মোহাম্মাদ	২৩৫
পরকাল	মৌলবী মোহাম্মাদ	২৩৭
জুমআর খোৎবা	হযরত খলীফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)	২৪১
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২৪৭
সওয়াল ও জওয়াব	আনিসুর রহমান	২৪৮

॥ ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য ঃ—হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্‌সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২০শ বর্ষ : ৩০শে নভেম্বর : ১৯৬৬ সন : ১৪শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

(মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আনফাল

১ম রুকু

১॥ অযাচিত অনন্ত করুণাকর পুনঃ পুনঃ পরম দয়া কর আল্লাহ্‌র নাম লইয়া (কোরআন পাঠ করিতেছি)।

২॥ (হে মুহাম্মাদ) তাহারা তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে। তুমি বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের সম্পত্তি।

অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর। এবং যদি তোমরা মুমিন হও, তবে আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বশ্যতা স্বীকার কর।

৩॥ নিশ্চয় প্রকৃত মুমিন শুধু উহারাই, যখন আল্লার নাম উচ্চারিত হয়, তখন তাহাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় এবং যখন তাহাদের নিকট তাঁহার বাক্যাবলী পাঠ করা হয়, তখন উহা তাহাদের ঈমান বর্ধিত করে এবং তাহারা তাহাদের প্রভুর প্রতিই নির্ভর করে।

৪॥ (প্রকৃত মুমিন তাহারাই) যাহারা নামাযকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, এবং আমর তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি, তাহা হইতে (আল্লার উদ্দেশ্যে) ব্যয় করে।

৫॥ উহারাই প্রকৃত মুমিন, তাহাদের প্রভুর সমীপে তাহাদের জন্য উচ্চ পদমর্যাদা নির্ধারিত আছে।

৬। যেমন তোমার প্রভু তোমাকে (বদরের যুদ্ধের সময়) তোমার ঘর হইতে সত্য সহকারে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন এবং নিশ্চয় মুমিন গণের একদল অনিচ্ছুক ছিল।

৭। তাহারা তোমার সঙ্গে বিতণ্ডা করিতেছিল, যখন তাহাদের নিকট ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল যে তাহাদিগকে যেন মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে এবং তাহারা উহা দেখিতেছে।

৮। এবং (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, সেই দুই দলের এক দল নিশ্চয় তোমাদের করতলে আসিবে এবং তোমরা আশা করিতেছিলে যে নিরস্ত্র দলই তোমাদের আয়ত্তে আসুক এবং আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিতেছিলেন যে তাঁহার বাক্যসমূহ দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিবেন এবং কাফিরদের মূলোচ্ছেদ করিবেন।

১০॥ (স্মরণ কর) যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট সকাতর প্রার্থনা করিতেছিলে, তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা এই বলিয়া মঞ্জুর করিলেন যে, আমি তোমাদিগকে ধারাবাহিক আগমন-কারী এক হাজার ফিরিস্তা দ্বারা সাহায্য করিব।

১১॥ এবং আল্লাহ্‌ এই প্রতিশ্রুতিকে শুধু তোমাদের জন্যই) শুভ সংবাদ করিয়াছিলেন এবং যেন তোমাদের হৃদয় উহা দ্বারা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হয় এবং একমাত্র আল্লার নিকট হইতেই সাহায্য আসে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরাক্রমশীল প্রজ্ঞাময়।

(ক্রমশঃ)

★

পবিত্র কোরআ'নের তফসীর

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বর্তমান যুগে যখন মুসলমানগণ কুরআ'ন পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছিল, উলেমা পবিত্র কুরআনকে যুগের অনুপযোগী এবং অকেজো পুস্তক বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন আল্লাহতায়ালা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কে মসিহ ও মাহদীরূপে পাঠাইয়া ইহার শিক্ষাকে পুনর্জীবিত ও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহা যে আজও জীবিত, তেজঃপূর্ণ ও জ্যোতিষ্মান তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহার হস্তে পবিত্র কোরআন মহাজ্যোতি ও সকল বিষয়ে পথ প্রদর্শক হিসাবে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে এবং অচিরেই সেই জ্যোতি সারা বিশ্বকে আলোকিত করিবে।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এবং তাহার দ্বিতীয় খলিফা হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)-এর পবিত্র শিক্ষার আলোকে ইনশাআল্লাহ এই অনুবাদ লিখিত হইবে।

পবিত্র কুরআ'নের শিক্ষা ও বাহকগণ পূর্ব পশ্চাৎ আল্লাহতায়ালার আশ্রয় দ্বারা সংরক্ষিত

বিষয়টি চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে اعوذ প্রথমেও যেমন পড়া প্রয়োজন, তেমনি শেষেও পড়া প্রয়োজন। অনেক সময় এমন হয় যে মানুষ কল্যান লাভ করার পরও উহা হস্তচ্যুত হয়। এমতাবস্থায় মানুষের জন্য যেমন প্রথমে সাবধান হওয়া প্রয়োজন পরেও তেমনি সাবধান হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সুন্নত হইতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি যে পবিত্র কোরআন পাঠ করিবার পূর্বে اعوذ পড়িতে হইবে। আমরা যখন ছেলেদের প্রথম কোরআন পড়াই তখন তাহাদিগকে সুরা নাস হইতে মুখস্থ করাই। সুরা নাস ও সুরা খাল্‌ক উভয় সুরাই اعوذ দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে। বড় লোক যখন কোরআনের তেলাওত শেষ করে, তখন আউয সম্বলিত সুরা নাসে পৌঁছিয়া শেষ করে। অতএব হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর সুন্নত অনুযায়ী আমরা اعوذ দ্বারা কোর-আ'নের পাঠ আরম্ভ করি এবং আল্লাহতায়ালার দেওয়া সুরার শৃঙ্খলা অনুযায়ী اعوذ দ্বারা পবিত্র কোরআন শেষ করি। এই ভাবে পবিত্র কোরআনের গোড়ায় এবং শেষ اعوذ পাঠ দ্বারা আল্লাতায়ালার আশ্রয় ভিক্ষার মাধ্যমে অকল্যাণ হইতে বাঁচার ব্যবস্থা ও সকল কল্যাণের সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই ব্যবস্থা ইঙ্গিত করিতেছে যে প্রথম যুগে যেমন মুসলমানরা আল্লাহতায়ালার আশ্রয়ে থাকিয়া উন্নতি করিবে এবং যদিও পরে সাময়িক তাঁহার আশ্রয় ছাড়িয়া তাহারা অধঃপতিত হইবে কিন্তু পরিশেষে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর আগমনে আল্লাহতায়ালার আশ্রয়কে তাহারা পুনরায় অবলম্বন করিয়া উন্নতি করিবে। এই জন্য হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে আমার প্রথম অংশ ভাল কি শেষ অংশ, তাহা বলিতে পারি না। হযরত রসুল করীম (আঃ) বলিয়াছেন ঃ—

عن جعفر عن ابيه عن جده قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشروا

وابشروا فانما مثل امتى مثل الغيث لا يدرى اخره خير ام اوله او كحديقة اطعم منها فوج عاماً ثم اطعم فوج عاماً لعل اخرها فوجاً ان يكون اعرضها عرضا واعمقها عمقا واحسنها حسنا كيف تهلك امة انا اولها والمهدى وسطها والمسيح اخرها ولكن بين ذالك فيج اعوج ليسوا منى ولا انا منهم - (رزين - مشكوة)

অর্থাৎ "শুভ সংবাদ দাও, শুভ সংবাদ দাও; নিশ্চয়ই আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত এক পশলা বৃষ্টির ন্যায়। ইহার প্রথমাংশ উত্তম অথবা ইহার শেষাংশ, তাহা বলা যায় না। অথবা এক বাগানের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, যেখানে একদল অতিথি ভোজন করিয়া যায় এবং তাহাদের পর আর একদল আসিয়া ভোজন করিয়া যায়। সম্ভবতঃ শেষের দল বাগানের প্রথম দলের ন্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সমান হইবে এবং ইহার ন্যায় সমান গভীর ও মনোরম হইবে। কেমন করিয়া এই উম্মত ধ্বংস হইবে, যখন আমি ইহার পুরোভাগে, মাহদী মধ্যভাগে এবং শেষে মসীহ রহিয়াছে। কিন্তু মধ্যবর্তী বক্রযুগে বিপথগামী দল আসিবে, যাহারা আমার নহে এবং আমিও তাহাদের নহি।" (রাজীন-মেশকাত)।

অপর কোন ধর্মগ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ-তায়ালা সংশ্লিষ্ট নবীগণের দ্বারা উক্তরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করান নাই। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আগমন পূর্ববর্তী যুগ পর্যন্ত পৃথিবীতে ছাপাখানা ও পুস্তকাদি লিখিবার সাজ-সরঞ্জামের প্রচলন হয় নাই। সুতরাং আল্লাহতায়ালা যখন পূর্ববর্তী নবী ও ধর্মপ্রবর্তকগণের নিকট ওহী নাযেল করেন, তখন উহাদিগকে লিপিবদ্ধ করার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ঐ সকল বাণী মুখস্থ করিয়া রাখিবার জন্য তখন কোন হাফেযেরও বন্দোবস্ত হয় নাই। ফলে ঐ সকল বাণী বিকৃত হইবার ও উহাদের সহিত মানুষের কথা মিশ্রিত হইবার সহজ সুযোগ ঘটে। ইহাতে ঐ সকল গ্রন্থের বিকৃত ও কলঙ্কিত মজমুন এমন স্মৃতি বিরোধী রূপ ধারণ করে যে পরে আর উহাদিগকে মুখস্থ করিয়া হাফেয হওয়ার উপায় থাকিল না। এই জন্য বাইবেল বার বার ধ্বংস হওয়ার পর উহাকে আর আসল রূপে ফিরিয়া আনা সম্ভব হয় নাই। ইহা ছাড়া ঐ সকল ধর্মের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ায়, উহাদিগকে পূর্ণজীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে কোন ঐশীবাণী পুরুষেরও আর আবির্ভাব হয় নাই। সুতরাং ঐ ধর্মগুলি নিঃসন্দেহে আজ আল্লাহতায়ালা কর্তৃক পরিত্যক্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন –

ورضيت لكم الاسلام دينا -

অর্থাৎ 'এবং ধর্ম হিসাবে ইসলামকে আমি তোমাদের (মানব জাতির) জন্য মনোনীত করিয়াছি।"
– (সুরা আল মায়েদা ১ম রুকু)।

সেইজন্য আল্লাহতায়ালা ইসলাম ধর্মের সংরক্ষণের জন্য আল্লাহতায়ালা সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি পবিত্র কোরআন গ্রন্থকে রদবদল হইতে পবিত্র রাখিয়াছেন, উহাকে পুস্তকাগারে সর্ব দেশে বিস্তার দিয়াছেন, উহাকে স্মরণ-সহজ করিবার জন্য উহার ভাষাকে স্মৃতি শক্তির সহিত সংগতি-সম্পন্ন করিয়াছেন উহার অর্থ বুঝিবার জন্য উহার ভাষাকে জীবিত রাখিয়াছেন, উহার শিক্ষা ও আদর্শকে কায়েম রাখিবার জন্য সদা সৎকর্মশীলগণের একদল কাজ করিয়া আসিতেছেন এবং যুগে যুগে ধর্মের মধ্যে যে সকল গ্লানী দেখা দেয় সেগুলিকে সংশোধন করিবার জন্য প্রত্যেক শতাব্দীতে মোজাদ্দিদের আবির্ভাব হইয়া আসিতেছে এবং পুনঃ বিশ্ব জোড়া গ্লানী আবির্ভূত হওয়ার যুগে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব হইয়াছে এবং সংস্কারের ধারা কেয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। সুতরাং পবিত্র কোরআনই মানবের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্য। (ক্রমশঃ)

★

॥ পরকাল ॥

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মানব ও পরকাল

মানুষ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন,

لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم ○

অর্থাৎ—' নিশ্চয়ই আমর মানুষকে উৎকৃষ্ট ছাঁচে সৃষ্টি করিয়াছি।" —(সুরা তীন)

কিন্তু তাহার সৃষ্টির ছাঁচ উৎকৃষ্ট হইলেও জীবনপথে যাত্রারাম্ভকালে তাহার অবস্থান একদিকে জীবজন্তু এবং অপরদিকে ফেরেস্তার মধ্যবর্তী স্থানে। তাহার মধ্যে একদিকে পশু প্রবৃত্তি ও অপরদিকে বিবেকের মধ্যে ফেরেস্তার প্রেরণা ক্রিয়াশীল। এ দুয়ের উর্ধ্বে তাহাকে বিচারের মানদণ্ড দেওয়া হইয়াছে, যদ্বারা সে ভাল-মন্দ বিচার করে এবং বিচারের পর, কর্মে স্বাধীনতা শক্তির বলে, বিচার দ্বারা স্থির করা বিষয়কে কাজে পরিণত করে। ইহার আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়াছি। ফেরেস্তার প্রেরণা তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলে সে পশু হইয়া যায় এবং প্রবৃত্তির তাড়না হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলে সে নিষ্পাপ ফেরেস্তা হইয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রেই তাহার কর্মফল ও বিচারের প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা মানবকে প্রবৃত্তি ও প্রেরণার উর্ধে বিচারের মানদণ্ড দিয়াছেন এবং চিন্তা ও কর্মে স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়া বিবেকের সাহায্যে সে কর্মফল দেখিয়া ভালমন্দ বিচার করিয়া সৎপথ গ্রহণ করিতে ও অসৎপথ বর্জন করিতে পারে। তাই একমাত্র তাহারই জন্য শাস্তি বা পুরস্কার এবং পরকাল আছে।

কর্মে মানবের দায়িত্ব

একদিকে তাহাকে মন্দের দিকে আহ্বানকারী প্রবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে, যাহা তাহাকে মন্দের দিকে ডাক দেয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,

ان النفس لامارة بالسوء -

অর্থাৎ—"মানবের নফস (জীবাত্মা) বা জড়স্বত্বা তাহাকে মন্দের দিকে আহ্বান করে।" (সুরা ইউসুফ, ৭ম রুকু)। ভাল ও মন্দ বিচার করিবার জন্য তাহাকে এক মান দণ্ড দেওয়া আছে এবং ভালর প্রতি তাহার অন্তরে সম্মান ও আকর্ষণ দেওয়া আছে। অপর পক্ষে তাহাকে তিরস্কারকারী বিবেক দেওয়া হইয়াছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন,

ولا اقسم بالنفس اللوامة -

অর্থাৎ—"আমি সাক্ষ্য দিতেছি তিরস্কারকারী আত্মার।" (সুরা আল-কিয়ামাহ—১ম রুকু)। প্রবৃত্তি এবং বিবেকের প্রস্তাব গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাহাকে চিন্তা ও কর্মে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। মন্দ কাজ করিবার যেমন তাহার ক্ষমতা আছে, তেমনি ভাল কাজ করিবার ক্ষমতাও তাহার আছে। এতদ্ব্যতিরেকে ভাল বা মন্দ পথে চলার তাহার যে স্বাধীনতা আছে, উহার সুযোগে মানুষ বিবেককে উপেক্ষা করিয়া ও প্রবৃত্তির গোলামী করিয়া অতি নিম্নস্তরে নামিয়া যাইতে পারে, যেমন আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন,

ثم رددناه اسفل سافلين -

অর্থাৎ—"পরে (কর্মানুযায়ী), তাহাকে আমরা অতি নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করি।" (সুরা তীন)। আবার উহার

সদ্ব্যবহার দ্বারা সে জীবরাইল (আঃ)-এরও উর্ধে উঠিতে পারে, যেমন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) উঠিয়াছিলেন। মে'রাজের রাত্রে আল্লাহ্‌তা'লার অভিসারে জীবরাইল (আঃ) এক স্থান পর্যন্ত হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) কে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে অক্ষমতা জানাইলেন। তিনি বলিলেন,

"আমি যদি আর এক পদও অগ্রসর হই, তাহা হইলে ঐশী জ্যোতির স্ফুরণ আমার ডানাগুলিকে পোড়াইয়া ফেলিবে।" ফলে ইহার পর হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) একাকী উর্ধে বাকী পথ ভ্রমন করেন।

যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক মানুষকে ইচ্ছা ও কর্মে স্বাধীনতা দিয়াছেন, সুতরাং প্রত্যেক কর্মের জন্য মানুষ স্বয়ং দায়ী। ইচ্ছা করিলে সে আল্লাহ্‌তায়ালার পথ অবলম্বন করিতে পারে।

فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا -

অর্থাৎ—"অতএব যাহার ইচ্ছা, সে তাহার রবের পথ অবলম্বন করিতে পারে।" (সুরা মুজাম্মেল—১ম রুকু)। আবার ইচ্ছা করিলে সে আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশিত পথের বিপরীতে চলিতে পারে কিন্তু এদিকে তাহার গতিপথ এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বাঁধা আছে, যাহার পর আল্লাহ্‌তায়ালার শাস্তি তাহাকে ধৃত করে এবং উহার নীচে আর তাহাকে তিনি নামিতে দেন না। মানুষ যখন বিপথে চলিতে থাকে, তখন মাঝে মাঝে আল্লাহ্‌তায়ালার নিয়োজিত শাস্তির ফেরেস্তাগণ তাহাকে অল্প অল্প আঘাত হানিয়া বিপথ হইতে ফিরাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু যখন সে সাবধান না হইয়া ক্রমেই নীচে নামিতে থাকে, তখন সে নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছা মাত্র তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ইহ জগত হইতে নিষ্ক্রান্ত করা হয়।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌তায়ালার উদ্দেশ্যে চলার পথে তাহার কোন সীমারেখা নাই। স্বয়ং খোদার প্রেম ও সাক্ষাৎলাভ ঘটে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) ইহজীবনে মে'রাজ লাভ করিয়া ইহার সত্যতা সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। একথা আমরা উপরে বলিয়াছি। হযরত বায়েযীদ প্রমুখাৎ কোন কোন বুজর্গেরও মে'রাজ লাভ হইয়াছিল। অবশ্য আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে মাঝে মাঝে বাধা আসিয়া দেখা দেয়; কিন্তু যাহার আত্মা আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে সদা প্রত্যাবর্তনকারী, সে সদা বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত থাকে। এইরূপ ব্যক্তির পথ হইতে আল্লাহ্‌তায়ালা সকল বাধা অপসারিত করিয়া তাহাকে সত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেনঃ

اذا تمنى القى الشيطان فى امنيته فينسخ
الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله ايته -

অর্থাৎ—'যখন সে (লক্ষ্য অর্জন করিতে) চাহিল, তখন শয়তান তাহার লক্ষ্যের পথে বাধা দিল; কিন্তু শয়তানের দেওয়া বাধা আল্লাহ্‌ বিদূরিত করিবেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাঁহার নির্দেশ সমূহ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।" (সুরা হজ, ৭ম রুকু)। আমরা যে সমস্ত বিধানের অধীন, উহাদের পর্যালোচনা করিলে আমরা উক্ত বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি।

আল্লাহ্‌তায়ালা এবং মানুষের বিধান

আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার দুই নির্দিষ্ট বিধানের অধীন। যথা—(১) প্রাকৃতিক বিধান এবং (২) শরীয়তের বিধান। এই দুই বিধানের মাঝে মানব উদ্ভূত আর দুইটি বিধান সচল রহিয়াছে। যথা (ক) সামাজিক বিধান এবং (খ) নৈতিক বিধান। এই শেষোক্ত দুইটি বিধান প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌তা'লার নির্দিষ্ট বিধান দুইটির অনুশীলন স্বরূপ, যাহা সমাজ পরিচালনার জন্য রচিত হইয়াছে। মানব এই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌-তায়ালার খলিফা হিসাবে প্রাকৃতিক ও শরীয়তের বিধানে তাহার নিকট সরাসরি দায়ী এবং তাহার স্বজাতির নিকট সামাজিক ও নৈতিক বিধানদ্বয়ে আংশিকভাবে দায়ী। মানব যখন প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করে, তখন

সে প্রাকৃতিক নিয়মে ইহকালেই দণ্ডিত হয় ও দুর্ভোগ ভুগে। ব্যক্তির জীবনেও ইহা ঘটে এবং কখনও কখনও বংশগতির ধারায় বংশধরগণের নিকটও উত্তরাধিকার সূত্রে এই শাস্তি দৈহিক ব্যাধির আকারে বর্তায়। যখন সে শরীয়তের বিধানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে এবং সমাগত নবীর বিরুদ্ধাচরণ করে, তখনও সে অচিরে ইহলোকেই দণ্ডপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু শরীয়তের বিপক্ষে যখন তাহার বিরুদ্ধাচরণ বিদ্রোহের সীমায় পৌঁছায় না, তখন তাহার শাস্তি পরকালে হয়। সামাজিক ও নৈতিক বিধানের বিপক্ষে মানুষ অপরাধ করিলে, তাহার স্বজাতি এক সীমার মধ্যে তাহার শাস্তি বিধান করে। কিন্তু এই বিধান দ্বয়ে মানব যখন জাতি-গতভাবে অপরাধ করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা এক সীমা পর্যন্ত স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে, কিন্তু যখন তাহাদের সম্মিলিত অপরাধ বিদ্রোহের সীমায় পৌঁছিয়া তাহারা মহা ব্যাভিচারী হইয়া পড়ে এবং সমাজে ন্যায়ান্যায়ের সীমারেখা ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলে, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের মধ্য হইতে এক নবীর অভ্যুত্থান দ্বারা জাতিকে সংশোধিত হইবার সুযোগ দেন, কিন্তু তাহারা এ সুযোগ গ্রহণ না করিলে, তিনি মহা বিপৎপাত ও বিপর্যয় সংঘটিত করিয়া সমাজ ব্যবস্থাকে ওলট-পালট করিয়া এক নূতন শান্তি ও স্বাস্থ্যপূর্ণ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপিত করেন। মানবের জন্য ইহাই আল্লাহ্‌ তায়ালার চিরন্তন বিধান। বিশ্বে অপর কোন জীবের জন্য ঐ সকল বিধানও নাই এবং সংশোধনের প্রয়োজন ও ব্যবস্থাও নাই।

ইচ্ছা সাতন্ত্র্য

সৃষ্টির মাঝে কেবল মানবকেই ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হইয়াছে। সেই জন্য সে তাহার কার্যের জন্য দায়ী। আমরা একটি বিষয়ে চিন্তা করিলেই ইহার সত্যতার প্রমাণ পাই। আমরা দেখি প্রাণের মমতা প্রাণীর মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। মানবের মধ্যেও ইহা বর্তমান। এই মমতা আল্লাহ্‌তা'লা প্রকৃতিগত ভাবে প্রত্যেকের মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু জীবজন্তুর ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য না থাকায়, কোন প্রাণী আত্মহত্যা করিতে পারে না। কিন্তু মানবকে ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এ ব্যাপারে সে প্রকৃতিকে ডিঙ্গাইয়া আত্মহত্যা পর্যন্ত করিতে পারে। প্রকৃতিকে মানবের অধীন করা হইয়াছে, সেই জন্য তাহার জীবাত্মার মৃত্যুকেও তাহার ইচ্ছাধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আত্মার স্বত্বা সৎ

আমরা সর্বদা দেখিতে পাই যে এক মহাপাপীর আত্মাও পাপকে ভাল বলিয়া স্বীকার করে না। একজন চোরকে চোর বলিলে, তাহার আত্মা বিদ্রোহ করে এবং সে রাগিয়া উঠে। দুষ্টকে ভাল বলিলে সে সন্তুষ্ট হয়। ইহার দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তাহার আত্মার স্বত্বা সৎ। তাই সে সততাকে পছন্দ করে এবং অসততাকে অপছন্দ করে। ব্যক্তি ব্যাভিচারী হইলেও, তাহার আত্মা উহা পছন্দ করে না। একজন চোরের কোন বস্তু চুরী হইলে, সে ইহাতে আনন্দিত না হইয়া রাগান্বিত হয়। তাহার আত্মার স্বত্বা যদি অসৎ হইত, তাহা হইলে সে ইহাতে রাগ না করিয়া খুশী হইত। আল্লাহ্‌তায়ালা তাই মানবকে তাহার স্বত্বার ধর্মের দিকে আহ্বান জানাইয়াছেন।

فاقم وجهك الدين حنيفا فطرت الله التى
فطر الناس عليها -

অর্থাৎ—"ভক্তিমানের ন্যায় ধর্মাভিমুখী হও, (এবং অনুগমন কর) সেই প্রকৃতির, যাহাতে তিনি (আল্লাহ) মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই খাঁটি ধর্ম।' (সুরা রুম—৪র্থ রুকু)। এখানে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, মানব যেন তাহার প্রকৃতির অনুগমন করে, যে প্রকৃতি সততায় অনুরাগী এবং অসততায় বিরাগী। আল্লাহতায়ালা

বলিতেছেন ইহাই খাঁটি ধর্ম। হযরত (মোহাম্মদ সাঃ) বলিয়াছেন,

كل مولود يولد على الفطرة -

অর্থাৎ—"প্রত্যেক সন্তান জন্মলাভ করে ইসলামী প্রকৃতি লইয়া।"

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা আরও বলিয়াছেন যে, আত্মার প্রকৃতিকে কেহ বদলাইতে পারিবে না। সেইজন্য আমরা দেখি যে, মহাপাপীর আত্মাও পাপকে ভাল বলিয়া স্বীকার করে না এবং মহাপাপীর বীর্যেও সাধুজনের উদ্ভব হয়। কিন্তু মানবের স্বত্ব কে সৎ করিয়া সৃষ্টি করিলেও আল্লাহতায়ালা বাধ্যতামূলকভাবে তাহাকে দিয়া সৎকর্ম করান না। এ বিষয়ে তিনি তাহাকে স্বাধীনতা দিয়াছেন। ইহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

ধর্মে স্বাধীনতা

ধর্ম গ্রহণ ও পালন বিষয়ে আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে ইহজীবনে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন—

لا اكراه فى الدين -

অর্থাৎ—"ধর্মীয় ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নাই।" (সুরা বকর—৩৪ রুকু)। আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং এ নিয়মে কাজ করেন; যথা—

ولن تجد لسنة الله تبديلا -

অর্থাৎ—"এবং তুমি আল্লাহ্‌তায়ালার নিয়মে কোন ব্যতিক্রম পাইবে না।" (সুরা আহযাব—৮ম রুকু)। আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং নিজের বিধানের সম্মান রক্ষা করিয়া চলেন এবং মানুষকে যে তিনি ধর্ম পালনে বাধ্য করেন না, তাহা তিনি পবিত্র কোরআনে জানাইয়াছেন:

ولو شاء ربك لامن من فى الارض كلهم جميعا ط افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ○

অর্থাৎ "যদি তোমার রব তাঁহার ইচ্ছা (পরিচালনা) করিতেন তাহা হইলে পৃথিবীস্থ সকলে একযোগে ঈমান আনিত। অতঃপর তুমি কি মানবগণকে ঈমান আনিতে বাধ্য করিবে?" (সুরা ইউনুস ১০ম রুকু)। আল্লাহ্‌তায়ালা ভ্রান্তি ও অন্যায়কে পছন্দ করেন না। মানবের হেদায়েত তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং উহাই তিনি পছন্দ করেন। কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে নহে, পরন্তু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া। তাই তিনি উপরোক্ত আয়াতে বলিয়াছেন যে, ঈমান আনার ব্যাপারে যদি তিনি ইচ্ছা প্রয়োগ করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে তিনি জবরদস্তিভাবে সকলকে ধার্মিক করিতেন এবং প্রত্যেকেই ধর্ম পালনে বাধ্য হইত এবং কেহই ইচ্ছা পরিচালনা করিতে পারিত না। এরূপ হইলে তাহারাও ফেরেস্তার ন্যায় এক শ্রেণীর হইয়া পড়িত এবং এরূপ ধর্মজীবনের জন্য তাহাদের কোন পুরস্কার ও শাস্তি থাকিত না। মানুষের মন্দ কাজ করার ক্ষমতা কাড়িয়া লইলে সে স্থবির ফেরেস্তা হইয়া পড়িত এবং তাহার মধ্য হইতে সৎকার্যের প্রেরণা তুলিয়া লইলে সে নিছক পশু হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'য়ালা মানুষকে তাহা না করিয়া তাহাকে স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তি দেওয়ায় কর্মে তাহার উপর দায়িত্ব বর্তিয়াছে। এই জন্য তাহার ক্ষেত্রে পাপ ও পূণ্য এবং শাস্তি ও পুরস্কারের বিধান ও পরকাল রহিয়াছে। (ক্রমশঃ)

★

॥ জুমআর খোতবা ॥

হযরত খলীফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) প্রদত্ত

৪ঠা নবেম্বর ১৯৬৬ ইং তারিখের খোতবার অনুবাদ ঃ

আমাদের নবীন বংশধরগণকে মালী কোরবাণীর পথে চলিবার অভ্যাস করানো আমাদের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়।

এই জন্য আমি চাই যে, ওয়াকফে জদীদের আর্থিক বোঝার ভার আমাদের ছেলেমেয়েরা বহণ করুক।

এই খোতবা প্রকাশিত হওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে প্রত্যেক জামাতের তরফ হইতে আমার নিকট যেন ছেলেমেয়েদের তালিকা অবশ্য পৌঁছায়।

এই তালিকার মধ্যে ছেলেমেয়েদের সংখ্যা এবং ওয়াকফে জদীদে তাহাদের চাঁদার হারও লিখিতে হইবে।

তাশাহুদ, তাউজ এবং সুরা ফাতিহা তেলোয়াতের পর হুজুর বলেন ঃ—ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ধর্মীয় ব্যাপারে মানুষের উপর তাহার ব্যক্তিগত হক সর্ব প্রথম। প্রত্যেকের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, যেন সে এমন আমল করে যদ্বারা তাহার রব সন্তুষ্ট হন এবং সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়। এদিকে ঈঙ্গিত করিয়া আল্লাহতা'য়ালা বলিয়াছেন—

لا يضركم من ضل اذا اهتديتم

অর্থাৎ "যদি তুমি আল্লাহতায়ালার দৃষ্টিতে হেদায়েত প্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইতে চাও, তাহা হইলে অন্যের গোমরাহ হওয়া তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।" অর্থাৎ অন্তরের একান্ত আগ্রহ এবং সর্বাত্মক চেষ্টা করা সত্বেও যাহাদিগকে তুমি হেদায়েতের দিকে ডাক দিয়া এই শিক্ষা দাও যে, তাহারা যেন আল্লাহতায়ালা'র ডাকে সাড়া দিয়া কোরআন করীমের বিধানের নীচে নিজ মস্তক অবনত করিয়া দেয়, তথাপি তাহারা যদি ইহা না করে এবং খোদা তায়ালার অসন্তোষকে ক্রয় করিয়া লয় তাহা হইলে তাহাদের এই প্রকারের কাজের দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হইবে না।

কিন্তু ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, ইহার পর বড় জিম্মাদারী যাহা আল্লাহতা'লা আমাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, উহা হইল আপন পরিবার পরিজনকে সৎকর্ম এবং তাকোয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে সতত যত্নবান থাকা। সর্বদা আমাদের মনোযোগী থাকা উচিত যে, আমরা যেমন সদা আল্লাহতা'লার ফজল লাভে ইচ্ছুক এবং আমরা চাই যে তিনি যেন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। তেমনি যাহারা আমাদের পরিজনের মধ্যে সামিল তাহাদের সম্বন্ধেও আমাদের এই কামনা করা উচিৎ যে, তাহাদের উপরও যেন আল্লাহতা'লার ফজল ও রহম নাযেল হয় এবং পরকালে (যাহার সম্বন্ধে আমাদের অল্পই জ্ঞান আছে, যেখানে আল্লাহ্‌র এক মুহূর্তের অসন্তুষ্টি এইরূপ ভয়ঙ্কর যে এই পৃথিবীর হাজার হাজার জীবনের আনন্দ সেই অসন্তুষ্টি হইতে বাঁচিবার জন্য কোরবাণী করা যাইতে পারে) সেই পরিজনবর্গ যাহাদিগকে আমরা ইহজীবনে আত্মীয় মনে করি, সেখানেও যেন তাহারা আমাদের সঙ্গে থাকে এবং আধ্যাত্মিকভাবে যেন আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হই। এই জন্য আল্লাহতা'লা কোরআন করীমে বলিয়াছেন ঃ—

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا -

অর্থাৎ হে বিশ্বাসীগণ! যাহারা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর ডাকে সাড়া দিয়াছে, স্মরণ রাখিও যে, কেবল নিজেদের আত্মাকে রুহানী রঙ্গে রঙ্গিন করিবার প্রচেষ্টার জিম্মাদারীই তোমাদের উপর ন্যস্ত হয় নাই, বরং তোমাদের ইহাও কর্তব্য যে, যেখানে তোমরা নিজেদের আত্মাকে খোদাতা'লার অসন্তোষ, তাঁহার রোষ এবং ক্রোধ হইতে রক্ষা কর, সেখানে নিজেদের পরিজন এবং আত্মীয় স্বজনকেও আল্লাহ তায়া'লার রোষাগ্নি হইতে রক্ষা কর।

খোদাতা'লা অন্যত্র বলিয়াছেন:—

قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة -

অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতিগ্রস্ত সেই সকল লোক, যাহারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর দৃষ্টিতে স্বয়ং এবং তাহাদের পরিবারবর্গ ক্ষতিগ্রস্ত বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

ভাবিয়া দেখ, মা এবং কোন কোন পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনও নিজ সন্তানের বিচ্ছেদ কয়েক মাস বা বৎসরের জন্য সহ্য করিতে পারে না। অনেক ছেলে বিদেশের উচ্চ শিক্ষা হইতে এই জন্য বঞ্চিত হইয়া যায় যে, তাহাদের মা এবং অন্যান্য আত্মীয়রা ইহা পছন্দ করে না যে, তাহারা তাহাদের নিকট হইতে কয়েক বৎসরের জন্য দূরে চলিয় যায়। অনেক ছেলে এই জন্য শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া যায় যে, তাহার জন্মস্থান, যেখানে সে লালিত পালিত হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষালাভ করে সেখানে কোন কলেজ ছিল না। তাহার পিতামাতা পছন্দ করে নাই যে, নিজদের পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বড় শহরে পাঠাইয়া দেয়, যেখানে কলেজ আছে।

আমরা ইহজগতে অনেক সময় অযৌক্তিক ভাবে নিজ সন্তানগণকে নিজেদের কাছে রাখিয়া থাকি এবং তাহাদের বিচ্ছেদ আমাদের জন্য বড়ই কষ্টকর বোধ হয়। অথচ পরকালের শাস্তি সম্বন্ধে আল্লাহ-তা'য়ালা বলিয়াছেন যে, উহা এত দীর্ঘকাল হইবে যে, নামান্তরে উহাকে চিরকাল বলা যাইতে পারে। সেখানে কিভাবে আমরা আমাদের নিকট হইতে আমাদের সন্তান-সন্ততি, পরিবারবর্গ এবং আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছিন্ন হওয়া সহ্য করিব?

যদি ও ইহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে বরং কোরআন করীমের অপরাপর আয়াতের পরিপন্থি যে, জাহান্নামের শাস্তি চিরকাল চলিতে থাকিবে; কিন্তু উহার সময়ের দীর্ঘতা ও ব্যাপকতা বর্ণনার্থে কোরআন করীমে خالدين (চিরকাল) শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

এরূপ ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে সহ্য করিব যে, আমাদের সন্তান পরকালে এক অর্থে চিরকাল আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে? অথচ আমরা এই দুনিয়ার কয়েক ঘণ্টা বা দিন বা মাস বা বৎসরের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারি না। আল্লাহতা'য়ালা বলেন যে, সেই ব্যক্তি সত্যকারভাবে ক্ষতিগ্রস্থ যে ইহা চিন্তা করে না যে, যে পরিবার বর্গের সহিত সে দৈহিকভাবে এখানে বাস করে এবং যাহাদের বিচ্ছেদ, বিচ্ছন্নতা ও বিপথগামীতা সে পছন্দ করে না, তাহারা যেন পরকালে বিচ্ছিন্ন না হয়। যেহেতু তাহারা ইহার জন্য চেষ্টা করে না, সুতরাং তাহাদের জন্য বলা যাইতে পারে যে, তাহারাই সত্যকার ক্ষতিগ্রস্থ।

সেইজন্য ইসলাম বিভিন্নদিক দিয়া এই শিক্ষা দিয়াছে যে, নিজ সন্তানগণের তরবিয়ত যেন প্রথম দিনেই আরম্ভ করা হয়। প্রকৃত পক্ষে জন্মের পূর্বেও যখন শিশু মায়ের পেটে থাকে, নানাদিক দিয়া নানা ভাবে তাহার তরবিয়ত হইয়া থাকে। শিশু জন্মিলে পবিত্র বানী তাহার দক্ষিণ এবং বাম কর্ণে শোনান হইয়া থাকে। এইভাবে ইসলাম আমাদিগকে শিশুদের সম্মুখে সকল সময় পূন্য, সুবিচার, দয়া এবং

আত্মীয়তাবোধ জন্মায় এইরূপ কথাবার্তা করিবার পথে পরিচালিত করে এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে বলে যে, জ্ঞান ও বুদ্ধির দিক দিয়াও সে যেন খাঁটি মুসলমানের জীবন যাপন করে।

আমলের মধ্যে নামাজ সম্পর্কে (যেমন আমি এক খোতবায় বলিয়াছি) নবী করীম (সাঃ) আদেশ দিয়াছেন যে, দশ বৎসর হইলে ছেলে-মেয়েদের জন্য নামাজ বাধ্যতামূলক হইয়া যায়। বালক হইলে মসজিদে যাইয়া বাজামাত নামাজ পড়া তাহার জন্য কর্তব্য হইয়া পড়ে। কিন্তু যেহেতু বালক এক-দিনেই নামাজ পড়া আরম্ভ করিতে পারে না, সেই জন্য তিনি বলিয়াছেন যে, এই ফরজ উত্তমভাবে আদায় করিবার তরবিয়ত দিবার জন্য তিন বৎসর পূর্বে কাজ আরম্ভ কর। বালক-বালিকার বয়স সাত বৎসর হইলে তাহাদিগকে নামাজ অভিমুখী কর। বালক হইলে তাহাকে নিজের সঙ্গে মসজিদে লইয়া যাইতে আরম্ভ কর এবং মসজিদের আদব কায়দাও তাহাকে শিক্ষা দাও। এই ভাবে এবাদতের কাজে অংশ লইবার দিকে তাহাদিগকে মনোযোগী কর। এমন ভাবে তাহাদের তরবিয়ত কর যে, রুহানী কার্যের ফরজ হিসাবে আমল করিবার সময় যেন তাহারা উহার ভার পূর্ণভাবে উঠাইতে প্রস্তুত হয়।

নামাজের পরে ফরজ হিসাবে অপর যে বিরাট কাজটি মুসলমানের উপর প্রবর্ত্তিত হয় তাহা হইতেছে আর্থিক কুরবানী। নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবাগণ যে অতুলনীয় আত্মত্যাগ করিয়াছেন, যদি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীগণ কর্ত্তৃক তাহা বর্ণিত না, হইত তবে হয়তো আমাদের বিবেক উহার সত্যতাকে স্বীকৃতি দানে প্রস্তুত হইত না।

হযরত আবুবকর (রাঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন তিনি মুসলমান হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট চল্লিশ সহস্র আশরফি মৌজুদ ছিল। ইদানিং তো আশরফি পাওয়াই যায় না। এখানে যে সমস্ত বন্ধুগণ উপস্থিত আছেন, আমার মনে হয় তাহাদের মধ্যে শতকরা একজনও আশরফি দেখেন নাই। বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী ইহার প্রতিটির মূল্য একশত বা সোয়া শত টাকা হইবে। সেই অনুপাতে চল্লিশ হাজার আশরফির মূল্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা হয়। তিনি যখন ইসলামে দীক্ষিত হইলেন তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই সম্পূর্ণ অর্থ ইসলামের জন্য ব্যয় করিবেন।

সুতরাং তাঁহার উক্ত গচ্ছিত সমুদয় অর্থ (ব্যবসায় নিয়োজিত অর্থ ব্যতীত) তিনি ইসলামের জন্য ব্যয় করিতে থাকেন। এবং যখন হিজরতের সময় উপস্থিত হইল, তখন সেই চল্লিশ হাজার আশরফির মধ্যে তাঁহার নিকট মাত্র পাঁচশত আশরফি অবশিষ্ট ছিল। উনচল্লিশ হাজার পাঁচ শত আশরফি তিনি ব্যয় করিয়াছিলেন। এই পাচশত আশরফিও তিনি নিজের পরিবারের জন্য রাখিলেন না; বরং হিজরতের সময় সঙ্গে লইলেন যেন ধর্মের জন্য ব্যয় করিতে পারেন।

সুতরাং তিনি বিরাট আর্থিক ত্যাগ করিয়াছিলেন। বন্ধুগণ ইহা মনে করিবেন না যে, আপনারা ১/৩ ওসিয়ত করিয়া বা অন্য সমস্ত প্রকারের চাঁদা মিলাইয়া ১/৩ বা ১/৪ দান করিয়া এমন আত্মত্যাগ করিয়াছেন যে, সাহাবাদের অপেক্ষা অগ্রগামী হইয়াছেন কিম্বা, তাঁহাদের সমকক্ষ হইয়াছেন; কারণ সাহাবাদের মধ্যে অধিকাংশই এমন ব্যক্তি ছিলেন যাঁহারা ১/৫ হইতেও অধিক ত্যাগ করিতেন; কিম্বা আনসারদের কথাই ধরুন, তাঁহারা নিজ সম্পত্তির অর্দ্ধেক মহাজেরদিগকে দান করিয়াছিলেন। ইহা স্বতন্ত্র কথা যে, মহাজেরদের অনেকেই তাহা গ্রহণ করেন নাই। যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা ও কর্জ হিসাবে লইয়াছিলেন। কিন্তু আনসারগণ বলিয়াছিলেন যে তোমরা সমস্ত কিছু ফেলিয়া

আসিয়াছ, তাই এস, আমাদের যাহা আছে তাহা সম ভাবে বণ্টন করিয়া লই। কিন্তু আল্লাহতায়ালা মহাজেরদিগকে বুদ্ধি দিয়াছিলেন। ব্যবসা ক্ষেত্রে তাহারা ভাল আয় করিতেন। আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে ঈমান দান করিয়াছিলেন; তাই ধর্ম পথে তাঁহারা এত অধিক ব্যয় করিতেন, যেমন আমি পূর্বেও বলিয়াছি যে, ঘটনার বর্ণনাকারীগণ যদি বিশ্বস্ত না হইতেন তবে আমরা ইহাকে হয়তো নিছক গল্পই মনে করিতাম কিন্তু ইতিহাস ব্যাপকভাবে ইহাকে সমর্থন করিতেছে। তাই আমাদের বিবেক ইহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারে না। সুতরাং আর্থিক কোরবানী প্রসঙ্গে নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণ অতুলনীয় আত্মত্যাগ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আর্থিক কোরবানী প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা আহমদীয়া জমাতকেও তৌফিক দান করিয়াছেন; তাই এই ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার যুগেও তাহারা নিজ অর্থকে অকুণ্ঠিত ভাবে ব্যয় করে। জামাতের এক অংশ এবং হযরত মসিহ মাওউদ (সাঃ)-এর সাহাবীদের বৃহৎ অংশ নিজ নিজ সময়ে এমন আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন যে, তাহাদের দৈহিক ও আর্থিক কোরবানী নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবাদের কোরবানী সহিত এত সাদৃশ ছিল যে, তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না যে, সাহাবাদের দল ব্যতীত অপর কোন দলের সহিত তাহারা সম্বন্ধ রাখেন। পরবর্তী বংশধরদের মধ্যেও খোদার ফজলে এই প্রবণতা বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু নতুন বংশধরদের মধ্যে অনুরূপ কুরবানীর অভ্যাস সৃষ্টি করিবার জন্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এবং সেই জন্যই আমি এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি যে ওয়াকফে জদীদের আর্থিক বোঝা যদি আমাদের ছেলেমেয়েরা (যাহাদের বয়স পনর বৎসরের কম) বহন করে, তবে জামাতের উচ্চ মর্যাদারও বিকাশ ঘটিবে যে, জামাতের ছেলে-মেয়েগণও এমন কোরবানী দিয়া থাকে যেন এই আন্দোলনের (ওয়াকফে জাদীদের) সম্পূর্ণ আর্থিক বোঝা তাহারাই বহন করিতেছে। ফলে তাহাদের নিজেদের জন্যও ইহা বিশেষ পুণ্যের কারণ হইবে এবং ভবিষ্যতে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করণীয় কর্তব্যের অনুশীলন গ্রহণ করিবার সুযোগও তাহারা পাইবে।

জামাতের মনযোগ এদিকে যতটা দেওয়া দরকার ছিল ততটা দেওয়া হয় নাই। আমি জানি, ইহার একটি কারণ এই যে, একদিন হইতে পনর বৎসরের মধ্যে যাহাদের বয়স, তাহারা তিনটি বিভিন্ন সংগঠনের সহিত সংযুক্ত আছে। সাত হইতে পনর বৎসর বয়সের ছেলেরা (আতফালুল আহমদীয়া) খোদ্দামুল আহমদীয়ার সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। এবং সাত হইতে পনের বৎসরের মেয়েরা (নাসেরাতুল আহমদীয়া) লাজনা আমাউল্লাহ-এর সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। এবং সাত বৎসর হইতে কম বয়সের ছেলে-মেয়েগণ জামাতে নিজামের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। এই শিশু সৈনিকগণ তিন ভাগে বিভক্ত রহিয়াছে এবং ইহার ফলে কোন কোন জামাতে প্রত্যেক সংগঠন মনে করে যে, হয়তো অপর সংগঠনটি কাজ করিতেছে। আবার কোন কোন স্থানে একটি অপরটির কাজে হস্তক্ষেপ করিতেছে। অর্থাৎ খোদ্দামুল আহমদীয়া সাত বৎসরের নিম্নতম বয়স্ক ছেলেদের খসড়া তৈয়ার করিতেছে। জামাতী নিজাম অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়ে দেরই নয়, বরং আতফালদের (সাত হইতে পনের বৎসর বয়স্ক) তালিকাও প্রস্তুত করিতেছে। এইভাবে তাহারা একে অপরের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

যাহা হোক, এযাবৎ যে শিথিলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার জন্য আল্লাহতায়ালা ক্ষমা করুন; কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য আমি চাই যে, এই খোতবা

প্রকাশিত হইবার পনের দিনের মধ্যে প্রত্যেক জামাতের বালক-বালিকাগণ এ তিনটি বিভিন্ন সংগঠন অনুপাতে অর্থাৎ আতফালুল আহমদীয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট বালকেরা, নাসেরাতুল আহমদীয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট বালিকারা এবং সাত বৎসর হইতে কম বয়সের ছেলেমেয়েদের পৃথক পৃথক তালিকা (নামের হিসাবে নয় বরং সংখ্যার হিসাবে) আমার নিকট পৌছান চাই। যেমন লাহোরবাসীগণ লিখিবেন যে তাহাদের ওখানে আতফাল দেড় হাজার, নাসেরাত দেড় হাজার এবং অল্প বয়স্ক তিন হাজার আছে। যেখানে যে অবস্থা আছে তদ্রূপ লিখিবেন।

আমার কেবল সংখ্যার প্রয়োজন এবং ঐ সঙ্গে আর ও থাকিবে যে, যথারীতি ওয়াকফে জদীদের ওয়াদা কাহারা করিয়াছে। ওয়াদা সম্বন্ধে ঘোষণায় আমি বলিয়াছিলাম যে, আমাদের এমন সহস্র সহস্র ছেলেমেয়ে আছে, যাহাদিগকে আল্লাহতায়ালা এমন পরিবারে জন্ম দিয়াছেন যে, তাহারা প্রত্যেকে আট আনা বা তদাধিক দান করিয়া ওয়াকফে জদীদের স্থায়ী মোজাহেদ হইতে পারে।

কিন্তু এমন কতক মুখলেস ও আত্ম-ত্যাগী আহমদী পরিবারও আছে যাহাদের আর্থিক সঙ্গতি নাই। যেমন কোন পরিবারের ছয়টি সন্তান আছে, প্রতি সন্তানের আট আনা হিসাবে মাসিক তিন টাকা বা বার্ষিক ছত্রিশ টাকা চাঁদা দেওয়া কর্তব্য কিন্তু দারিদ্র্য-বশতঃ এই পরিবারে বয়স্ক ব্যক্তিদের চাঁদাও অল্প বিস্তর ঐ পরিমাণই হইয়া থাকে। যদি এই রূপ পরিবারের প্রত্যেক ছেলে-মেয়ে মাসিক আট আনা হিসাবে চাঁদা দিতে অপারগ হয় তবে পরিবারস্থ সমস্ত ছেলে-মেয়ে মিলিতভাবে মাসিক আট আনা হিসাবে চাঁদা আদায় করিবে।

যাহা হউক উল্লেখিত নিয়মে বালক বালিকাদের পক্ষ হইতে সমষ্টিগতভাবে বা পৃথক পৃথক ভাবে ওয়াকফে জাদীদের যে ওয়াদা হয় তাহার সংবাদ পনের দিনের মধ্যে পৌঁছান চাই।

জামাতের ছেলেমেয়েদের সঠিক সংখ্যা কত, রিপোর্ট আসিয়া পৌঁছলেই তাহা জানা যাইবে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে সমস্ত ছেলেমেয়েদের বয়স পনের বৎসরের কম তাহাদের সংখ্যা ন্যূনকল্পে পঞ্চাশ হাজার হইবে। যদি পঞ্চাশ হাজার ছেলেমেয়েরা পৃথকভাবে পূর্ণ হারে চাঁদা প্রদান করে তবে তাহাদের দেয় চাঁদা বার্ষিক ছয় টাকা হিসাবে তিন লক্ষ টাকা হইবে। এবং ইহা ওয়াকফে জদীদের চলতি সনের ওয়াদা অপেক্ষা দেড়গুণ অধিক। কোন কোন বন্ধু ভূমিষ্ঠ সন্তানের পক্ষ হইতে ও চাঁদা প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু ওয়াকফে জদীদের কাজ পূর্ণভাবে চালাইবার জন্য ইহা অপর্য্যাপ্ত ; সেই জন্য আশা করা যায়, ইহাতে ছেলেমেয়েরা ব্যতীত অন্যান্য বন্ধুগণও অংশ গ্রহণ করিবেন (যেমন বন্ধুগণ পূর্ব হইতে করিয়া আসিতেছেন) এবং ছয় টাকা অপেক্ষা অধিক চাঁদা দাতাও থাকিবেন।

হজরত মোসলেহ মাউদ (রাঃ) ওয়াকফে জদীদের চাঁদা ছয় টাকা ত নয়ই বরং সাত শত বা হাজার টাকাও দিতেন। অনুরূপভাবে আরও অনেক ব্যক্তি আছেন যাহাদিগকে অধিক দান করিবার সামর্থ আল্লাহতায়ালা দিয়াছেন, তাঁহারা ছয় টাকা চাঁদা দান করিয়াই ক্ষান্ত হন না।

এই সমস্ত চাঁদা দাতার দেয় টাকা উক্ত তিনলক্ষ টাকার অতিরিক্ত হইবে। এই উপায়ে ওয়াকফে জদীদের জন্য তিন লক্ষ হইতে অধিক টাকা আমরা পাইব। যখন তিনলক্ষ হইতে অধিক টাকা আদায় হইবে তখন ওয়াকফে জদীদের কাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হইবে। নতুবা চলতি

সনের কাজও সঠিকভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে না। সুতরাং আল্লাহতায়ালা আপনাদের মধ্যে প্রত্যেক মাতাকে ও প্রত্যেক পিতাকে বলিতেছেন যে, শুধু নিজের চিন্তাই করিও না قوا انفسكم

বরং قوا انفسكم و اهليكم

তোমার উপর ইহাও ফরজ করা হইয়াছে যে তোমার সন্তানদের এমনভাবে শিক্ষা দান কর যেন পরলৌকিক জীবনে তাহারা আল্লাহতায়ালার ক্রোধানলে পতিত না হয়।

এইভাবে আল্লাহতায়ালা স্পষ্টভাবে অপনাদের নিকট প্রকাশ করিতেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্থ, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নিজেকেও ক্ষতিগ্রস্থরূপে পাইবে এবং নিজের সন্তান দিগকেও ক্ষতিগ্রস্থ রূপে পাইবে, যদি তাহাদিগকে যোগ্য শিক্ষা না দেওয়া হইয়া থাকে। আরও অনেক আয়াত এ বিষয়ে আমাদের মনযোগ আকর্ষণ করিতেছে।

সুতরাং কোরানের শিক্ষা মতে আমাদের প্রত্যেকের সন্তানসন্ততি দিগকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিৎ যেন আল্লাহতায়ালা নিজ ফজলে তাহাদিগকে জাহান্নামের অগ্নি হইতে রক্ষা করেন। এবং তাহাদের উপর এমনভাবে কৃপা করেন যাহাতে তাহারা আল্লাহর দৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত না হয়।

সুতরাং স্বীয় আত্মার পরে তোমার উপর সর্বাপেক্ষা বড় দায়ীত্ব যাহা অর্পিত হয় তাহা হইতেছে যে তুমি নিজ পরিবারস্থ সকলকে সদুপদেশ দানকর, তাহাদেরকে ইসলামের প্রেমিক কর এবং তাহাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে মোহাম্মদদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি প্রেম সৃষ্টি কর, যেন তাহাদের অন্তর এমন উদ্দীপনায় পূর্ণ হয় যে, তাহারা ইসলামের জন্য সর্বদা সর্বপ্রকারের ত্যাগের জন্য তৈয়ার থাকে এবং তজ্জন্য কাহারও প্রশংসা পাইবার বা কাহারও নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা লাভের আশা না রাখে এবং অতিশয় বিনয়ের সহিত নিজ প্রভুর রাস্তায় জীবন যাপন করে। সুতরাং সমস্ত আহমদীগণ নিজেদের এই কর্তব্যকে অনুধাবন করুন। মাতা-পিত হউন বা অবিভাবক হউন, তিনি সন্তানদের মনযোগ এদিকে আকৃষ্ট করুন যেন তাহারা খোদার পথের সৈনিক হয়। বর্ত্তমানে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য শত্রুপক্ষ হইতে তরবারীর আক্রমণ হইতেছে না, সেইজন্য ইহারা তরবারীর সৈনিক নয় বরং ইহারা সেই সৈনিক যাহারা নিজ হৃদয়কে পবিত্র কোরানের আলোকে আলোকিত করিবার পর কোরানী আলো দ্বারা পৃথিবীকে আলোকিত করিবার জন্য পূর্ণভাবে জেহাদ করে। প্রত্যেক আহমদী বাচ্চাকে ইসলামের সৈনিক তথা আহমদী সৈনিক বানানো প্রত্যেক মাতা-পিতার একান্ত কর্তব্য। সুতরাং আপনাদের উচিত যে এই অতি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং ওয়াকফে জদীদের আর্থিক জেহাদে প্রত্যেক বাচ্চাকে অন্তর্ভুক্ত করা যাহাতে আল্লাহতায়ালার রহমত আপনার প্রতি নাজেল হয় এবং সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, যাহার জন্য হযরত মোসলেহ মাউদ (রাঃ) এই ওয়াকফে জদিদ স্থাপন করিয়াছিলেন।

আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে তৌফিক দান করুন।

আমীন!

★

চলতি দুনিয়ার হালচাল

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

বোধ হয় এজন্যই ঃ

৮ই অক্টোবর, ১৯৬৬—ঢাকার বিখ্যাত পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তানে 'তিনের মধ্যে তিন' নামে একটি খবরে বলা হয়েছে ঃ

"গতকাল শুক্রবার, ঢাকায় এক অপূর্ব শিশু প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদর্শনীতে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল মাত্র তিন।

শিশুদের আশায় কর্তৃপক্ষ বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন। নির্ধারিত সময়ের অনেক পরেও তারা প্রতিযোগীতা শুরু করতে দ্বিধা করেছেন। কি জানি, কোন শিশু যদি এসে যায়!

ব্যাকুল আগ্রহে দরজার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁরা যখন হতাশ হলেন তখন প্রতিযোগিতা শুরু হোল। একটু নেড়ে চেড়ে দেখে রায় দেওয়া হয়। তিনটি শিশুর মধ্যে একজন প্রথম এবং বাকী দুটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে।

বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে সেগুন বাগানে পরিবার পরিকল্পনা সমিতি দফতরে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

এরূপ হওয়ার কারণ বোধ হয় শিশুরা ভেবেছে, যারা অবাধে দুনিয়ার মুখ দেখতে তাদের দুনিয়ার যাত্রাপথে 'সর্বশক্তি নিয়োগ করে' বাধা সৃষ্টি করছেন তাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করা অপমানকর। তা'-ছাড়া বড়রা ভাবছেন পরিবার পরিকল্পনা সমিতি ঐ অনুষ্ঠানকে কিভাবে সফল করে তুলতে হবে সে পরিকল্পনা গ্রহণ না করেই কাজে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তাই এমনটি হলো। এজন্য ধর্মের একটি শিক্ষা হলো 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শুনাও।'

টেলিভিশন—সমাজের জন্য হবে ভীষণঃ

লণ্ডন হতে রয়টার খবর দিয়েছে যে, "সম্প্রতি বৃটেনে টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠানে একটি শয্যায় শায়িত নগ্ন প্রায় এক রমণী ও পুরুষকে বিবাহ পূর্ব যৌন সংসর্গ, ব্যভিচার, আত্মীয়ের সহিত গোপন যৌন সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি বিষয় লইয়া নিঃসংকোচে আলোচনা করিতে দেখা যায়।

প্রামাণ্য ধরণের উক্ত অনুষ্ঠান ৪৫ মিনিটকাল স্থায়ী হয়। 'বি-বি-সির' সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রেম ও বিবাহ সিরিজের শেষ পর্যায়ে এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় এবং সহস্র সহস্র বৃটিশ নাগরিক উহা দেখিতে থাকে।"

অবশ্য অনুষ্ঠানের পর টেলিফোনে ও চিঠিতে বহু লোক ইহার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু কথা হলো বিবিসির মত একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান এমন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করল কোন মানসিকতার অধিকারী হয়ে।

এ নিয়ে আলোচনা বাড়ানোর তেমন কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। মানুষের নৈতিক অধঃপতনকে ত্বরান্বিত করার কত আয়োজন, কত সমারোহ চলেছে—ইহারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো বি-বি-সি। তাই বলছি, এমনি প্রোগ্রাম দ্বারা যদি টেলিভিশন চালানো হয় তবে ইহা সমাজের জন্য যে ভীষণ হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

★

সওয়াল ও জওয়াব

আনিসুর রহমান

১। প্রঃ —মুসলমানদের হেদায়েতের জন্য কোন্ কোন্ পন্থা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে ?

উঃ—কোরান, সুন্নত এবং হাদিস।

২। প্রঃ—কোরান করীমের কতটি সুরাহ আছে ?

উঃ—১১৪টি।

৩। প্রঃ—কোরান শরীফ কত বৎসরে নাজিল হইয়াছে ?

উঃ—২৩ বৎসরে।

৪। প্রঃ—কোরানে সর্ব প্রথম কোন্ আয়াত নাজিল হয় ?

اقرأ بسم ربك الذى خلق - خلق الانسان من علق ٥

(একরা বিস্‌মে রাব্বেকাল্লাজী খালাক, খালাকাল ইনসানা মিন আলাক)।

৫। প্রঃ—কোরানে সর্বশেষে কোন্ আয়াত নাজেল হইয়াছে ?

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا ٥

(আলইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনুকুম ওয়া আতমামতো আলাইকুম নিয়ামাতী ওয়া রাজিতু লাকুমুল ইসলামা দিনান)।

৬। প্রঃ—কোরান করিমের মূল শিক্ষা কি ?

উঃ—আল্লার হক ও বান্দার হক আদায় করা।

৭। প্রঃ—কোরানে উল্লেখিত তিনটি কওমের নাম কি ?

উঃ - বনি ইসরাইল, কোরায়েশ এবং হুদ।

৮। প্রঃ—কোরানে উল্লেখিত তিনটি দলের নাম কি ?

উঃ—মোমেন, মুনাফেক এবং কাফের।

৯। প্রঃ—কোরানে কোন্ তিনটি পাহাড়ের নাম আসিয়াছে ?

উঃ সাফা, মারওয়া এবং তুর পাহাড়।

১০। প্রঃ—কোরানে উল্লেখিত তিনটি শহরের নাম কি ?

উঃ—মক্কা শরীফ, মদিনা এবং মিশর।

১১। প্রঃ - কোরানে কোন্ সাহাবীর নাম আসিয়াছে ?

উঃ হযরত যায়েদ (রাঃ)। (সুরা আহ্‌যাব)।

১২। প্রঃ—কোরানের শিক্ষা অনুযায়ী সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কি ?

উঃ শিরক করা।

১৩ প্রঃ—কোরানে উল্লেখিত তিন জন নবীর নাম কি ?

উঃ—হযরত মোহাম্মদ (সাঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত আদম (আঃ)।

১৪। প্রঃ - কোরানে কোন্ সুরাতে 'বিসমিল্লাহ' আসে নাই ?

উঃ - সুরা তৌবাতে।

১৫। প্রঃ—কোরানে কোন্ সুরাতে 'বিসমিল্লাহ' দুইবার আসিয়াছে ?

উঃ—সুরা নম্‌লে।

(ক্রমশঃ)

★

আখবারে আহমদীয়া

মোহাম্মদ আবদুস্ সাত্তার

॥ শহীদ স্মৃতির উদ্দেশ্যে আলোচনা সভা ॥

গত ৩রা নভেম্বর, '৬৬ সাল, ঢাকা মজলিশে খুদ্দামুল আহমদীয়া কর্তৃক স্থানীয় দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে ব্রাহ্মন বাড়িয়ার দুর্ঘটনায় শহীদ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উহাতে ঢাকাস্থ জেলা কায়েদ, স্থানীয় কায়েদ এবং আরও অনেকে শহীদ ওসমান গণি ও আবদুর রহিম সাহেবের জীবনের উল্লেখযোগ্য ও শিক্ষনীয় দিকগুলি সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করেন। উল্লেখিত ব্যক্তিদ্বয় ১৯৬৩ সালে ব্রাহ্মনবাড়িয়ার জলসায় সাহাদাৎ বরণ করেন।

সভাশেষে শহীদদের রুহের মাগফেরাত এবং আহমদীয়তের বিজয় কামনা করে দোয়া করা হয়।

● ● ●

॥ তাহরীকে জাদীদ সপ্তাহ পালন ॥

আহমদীয়া জামাতের নতুন বৎসর শুরু (নভেম্বর থেকে) হওয়ার সাথে সাথেই ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়া কর্তৃক অধীনস্থ হাল্কা সমূহে 'তাহরীকে জাদীদ সপ্তাহ' উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে হাল্কা সমূহের বকেয়া চাঁদা পরিশোধিত হয়েও নব বর্ষের ওয়াদার এক বিশেষ অংশও আদায় হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, আহমদী জামাতের বকেয়া চাঁদা আদায়, নতুন ওয়াদা বৃদ্ধি এবং আহমদীয়তের দ্রুত প্রসারের উদ্দেশ্যে আহমদী সদর উক্ত সপ্তাহ পালনের নির্দেশ দান করেন।

॥ ইন্টার ন্যাশনাল পেন ফ্রেণ্ডশীপ লীগ গঠন ॥

বিগত মার্চ মাসে হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) পাকিস্তানের উভয় অংশের তথা বিশ্বের আহমদী-দের মধ্যে দৃঢ় ভ্রাতৃত্বভাব গঠনের উদ্দেশ্যে জামাতকে, বিশেষ করে ছাত্র সমাজকে আহ্বান জানান। আমাদের লাহোর জামাতের ছাত্র-সমাজ খলিফার আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'ইন্টার ন্যাশনাল পেন-ফ্রেণ্ডশীপ লীগ' নামে একটি সংঘ কায়েম করেছেন। এই সংঘের উদ্যোগে 'Friendship Bulletine' নামে একটি বুলেটিনও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের নাম, ঠিকানা, শ্রেণী বয়স, ভাষা এবং হবি (সখ) জানিয়ে নিম্নঠিকায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে :

Mr. Amin R. Hashmi,
Secretary General
International Pen Friendship League
Post Box No 1096, Lahore
West Pakistan.

উপরোক্ত সংঘের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদস্থা আহমদী মহিলা কর্তৃক 'মহিলা শাখা' পরিচালিত হয়। মহিলাদিগকে উপরোক্ত ঠিকানায় ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহেবার নামে যোগাযোগ করতে জানানো হয়েছে। সংঘের সদস্য হওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে ৫৲ টাকা অথবা বিভাগীয় সদস্য হিসাবে ২'৫০ পয়সা (বিভাগের মারফত) পাঠাতে হয়।

● ● ● ● ● ●

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 12·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The Economic struture of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত :	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা :	,,	Rs 0·50
খাতামান নাবীঈন :	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ :	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca – 1
Phone No 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.